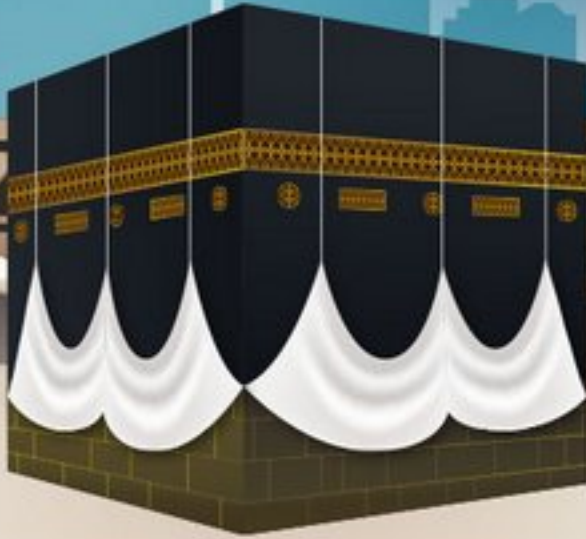


হজ্জের মাসের প্রথম মহান ১০ দিন

16-July-2020



সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাঞ্জিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

দরুদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন: رِيْتُمْوَمَا جَاسَلِكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلٰى فَاِنَّ صَلَاتِكُمْ عَلَى نُوْرِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَرْثَآٓ تُوْمَرَا تُوْمَاَدُوْمَرَا مَجَلِشِكُوْمَا اَمَا رَا تُوْمَرَا تُوْمَرَا اَمَا رَا تُوْمَرَا a

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়ত করে নিই। প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়য কাজে যত ভালো নিয়ত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়ত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়তের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

- * দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।
- * হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো।
- * প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।
- * ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, বাগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো।
- * تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ! اُدْكُرُوْا اللّٰهَ! صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيبِ! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনিীর মনতুষ্টির জন্য নিশ্চিন্তে উত্তর প্রদান করবো।
- * বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং

ইনফিরাদী কৌশিাশ করবো। * বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। * বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। * যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজকের এই সাগুাহিক ইজতিমার বয়ানের বিষয় হলো “হজ্জের মাসে প্রথম মহান ১০দিন”। যাতে আমরা যিলহজ্জ মাসের ফযীলত শ্রবণ করবো। কুরবানীর ফযীলত, মাংসের ডাজারী উপকারীতাও বর্ণনা করা হবে। যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০দিনের ইবাদত সম্পর্কেও শুনবো, আল্লাহর যিকিরের ফযীলত এবং নফল রোযার ফযীলতও শ্রবণ করবো। আহ! যদি আমাদের সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়ত সহকারে শনার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়।

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

কোন বিষয়টি রোযা রাখার জন্য উদ্ধুদ্ধ করেছে?

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: এক যুবক রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর হাদীস শুনতো, যিলহজ্জের চাঁদ দেখা গেলো তখন সে রোযা রেখে নিলো, যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এই সংবাদ শুনলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাকে কোন বিষয়টি রোযা রাখার প্রতি উদ্ধুদ্ধ করেছে? সে আরয করলো: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোক, এসব হলো হজ্জ ও কুরবানীর দিন, হয়তো আল্লাহ পাক আমাকেও তাদের দোয়ায় অংশীদার করে নিবেন। হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: তোমার প্রতিদিনের রোযার প্রতিদান (সাওয়াব) একশত গোলাম আযাদ করার সমান, একশত উট কুরবানী এবং আল্লাহর পথে প্রদত্ত একশত ঘোড়ার প্রতিদানের সমান। যখন অষ্টম যিলহজ্জের দিন আসবে তবে তোমার সেই দিনের রোযার সাওয়াব দুই হাজার গোলাম আযাদ করা, দুই হাজার উট কুরবানী করা এবং আল্লাহর পথে বাহন হিসেবে দুই হাজার ঘোড়া প্রদানের সমান অর্জিত হবে। যখন নবম যিলহজ্জের দিন আসবে তবে তোমার সেই দিনের রোযার

সাওয়াব এক হাজার গোলাম আযাদ করা, এক হাজার উট কুরবানী করা এবং আল্লাহর পথে বাহন হিসেবে এক হাজার ঘোড়া প্রদানের প্রতিদানের সমান হবে। (আল লায়ালিয়িল মাসনাভিয়াতুল লিস সুযুতী, কিতাবুস সিয়াম, ২/৯১) (তবে “হজ্জ সম্পাদনকারীর উপর যারা আরাফাতের ময়দানে থাকবে, তার আরাফার দিন (অর্থাৎ ৯ যিলহজ্জ) রোযা রাখা মাকরুহ”) (বাহারে শরীয়াত, ৫ম অংশ, ১/১০১০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যিলহজ্জ শরীফের প্রথম ১০দিনে কি করবে?

سُبْحَانَ اللَّهِ! আপনারা শুনলেন তো! যিলহজ্জ শরীফের প্রথম ১০দিন কিরূপ বরকতময় এবং রহমতপূর্ণ হয়ে থাকে, যাতে আল্লাহ পাকের রহমত বান্দার উপর মুশলধারে বর্ষন হতে থাকে, যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এইদিনগুলোতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রথম যিলহজ্জ থেকে নবম যিলহজ্জ পর্যন্ত রোযা রাখাতে সফল হয়ে যাবে তবে আল্লাহ পাক তাকে হাজারো গোলাম আযাদ করা, হাজারো উট কুরবানী করা এবং আল্লাহর পথে হাজারো ঘোড়া প্রদানের সমান সাওয়াব দান করবেন।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! এই মুবারক দিনগুলোতে এক একটি রোযা রাখাতে এরূপ সাওয়াব দান করা হয়, তবে যে সকল সৌভাগ্যবান মুসলমান এই তিনগুলোতে বিভিন্ন ইবাদত যেমন; দিনের রোযা এবং রাত জেগে ইবাদত করে অতিবাহিত করে, তাদের সাওয়াবের অনুমান কেইবা করতে পারে এবং আল্লাহ পাক তাদের ইবাদতের জন্য তাদেরকে কিরূপ নেয়ামত ও উপহার দ্বারা ধন্য করবেন, অতএব এই দশদিনকে কখনোই উদাসিনতায় অতিবাহিত করা উচিত নয়, নিজেকে ইবাদতে লিপ্ত রাখা উচিত, ১০ যিলহজ্জের ব্যতীত অবশিষ্ট দিনের রোযা রাখা উচিত। কেননা ১০ যিলহজ্জ রোযা রাখা মাকরুহে তাহরীমি এবং গুনাহ।

(বাহারে শরীয়াত, ১/৯৬৭। দুররে মুখতার ও রদুল মুহতার, ৩/৩৯১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! نَفْلٌ بِاللَّهِ الْخَيْرُ! নফল রোযার অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা রয়েছে এবং সাওয়াব তো এতো বেশি যে, ইচ্ছা করে ব্যস রোযা রেখেই যাই। যেমন; ঈমানের নিরাপত্তা, দোষখ থেকে মুক্তি এবং জান্নাত অর্জন, রোযায়

দিনের বেলা খাওয়া দাওয়ার খরচ হওয়া অর্থ ও সময় বেঁচে যাওয়া, পেটের সুস্থতা ও অনেক রোগ বালাইয়ের নিরাপত্তা অর্জিত হয়। সবচেয়ে বড় উপকারীতা হলো, রোযাদারের প্রতি আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং আমাদের উচিত চেষ্টা করে প্রতি মাসে কিছু না কিছু নফল রোযাও রাখা। বিশেষকরে সোমবার শরীফ, বৃহস্পতিবার এবং আইয়ামে বীদ্ব (অর্থাৎ প্রত্যেই আরবী মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ) এর রোযা রাখা তো সূন্নাতে মুবারাকাও।

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সোম এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। (তিরমিযী, আবওয়ানুস সওম, ২/১৮৬, হাদীস ৭৪৫) হযরত ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আইয়ামে বীদ্ব রোযা বিহীন থাকতেন না, সফরে হোক বা সফর ব্যতীত। (নাসায়ী, কিতাবুস সিয়াম, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৪২) শ্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যখন মাসে তিনটি রোযা রাখবে তখন তের (১৩), চৌদ্দ (১৪) এবং পনের (১৫) তারিখে রাখো। (তিরমিযী, আবওয়ানুস সওম, ২/১৯৩, হাদীস ৭৪১) আমীরে আহলে সূন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ মাদানী ইনআমাতের নফল ইবাদতের প্রেরণা দিতে গিয়ে প্রত্যেক সোমবার শরীফে রোযা রাখার উৎসাহও দিয়েছেন, যেমনটি মাদানী ইনআম নম্বর ৫০ হলো: আপনি কি এই সপ্তাহে সোমবার শরীফের (অথবা বাদ পড়া অবস্থায় যেকোন দিন) রোযা রেখেছেন?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অসংখ্য ইসলামী বোন সোমবার শরীফের রোযা রেখে থাকে। সুতরাং আমাদেরও উচিত, আমরাও সোমবার শরীফের দিন রোযা রাখার অভ্যাস বানিয়ে এর বরকত অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

মাদানী ইনআম নম্বর ১৭ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

শ্রিয় ইসলামী বোনেরা! যুলহিজ্জাতুল হারামের এই ১০ দিনে অধিকহারে তিলাওয়াত করুন, নিজের মুখে যিকির ও দরুদ দ্বারা সতেজ রাখুন, অধিকহারে নফল ইবাদত করুন, রাতেও জাগ্রত থেকে আল্লাহ পাকের ইবাদত করুন, গুনাহ

থেকে বেঁচে থাকা উচিত, আল্লাহর পথে মন খুলে ব্যয় করা উচিত। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে নিজেও অংশগ্রহণ করা উচিত এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অপরকেও এর দাওয়াত দিতে থাকা উচিত। মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের বরকতে আমাদের ইনফিরাদী কৌশিশ এবং অন্যান্য মাদানী কাজে অংশগ্রহণেরও সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

মাদানী ইনআম নম্বর ১৭: আপনি কি আজ কমপক্ষে দু'জন ইসলামী বোনকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে মাদানী ইনআমাত, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও অন্যান্য মাদানী কাজের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন?

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ করা এবং এর প্রতি উৎসাহ দেয়ার প্রেরণা নসীব করুক।

أَمِينٍ بِجَارِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যিলহজ্জ ইসলামী বছরের সেই ১২তম মাস, যা সম্মানিত মাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সম্মানিত মাস চারটি: (১) যিলক্বদ (২) যিলহজ্জ (৩) মুহাররম এবং (৪) রজব। এর মধ্যে উত্তম হলো যিলহজ্জ, বিশেষকরে প্রথম ১০দিন এবং রাতের ফযীলত তো অনেক বেশি। কোরআনে করীমেও এই মাসের প্রথম ১০ রাতের শপথ ইরশাদ করা হয়েছে।

৩০তম পারা সূরা ফজরের ১ ও ২নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالْفَجْرِ ۝۱ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝۲

(পারা ৩০, সূরা ফজর, আয়াত ১ ও ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ ভোর বেলার

শপথ এবং দশ রাতের।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما বর্ণনা করেন: এই দশ রাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলে যিলহজ্জের প্রথম ১০ রাত, কেননা এই সময়টি হজ্জের কাজে লিপ্ত হওয়ার সময়। (খাফিন, আল ফজর, ৪নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৪০১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ হাদীসে মুবারাকায়ও বিভিন্ন স্থানে এই দশ দিনে এবং রাতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পাঁচটি বাণী শ্রবণ করি।

যিলহজ্জের প্রথম ১০দিনের ফযীলত

(১) ইরশাদ হচ্ছে: আল্লাহ পাকের নিকট অন্য কোন দিন যিলহজ্জের প্রথম দশদিনের চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ নয় আর না এই দিনগুলোর চেয়ে বেশি অন্য কোন দিনের নেক আমল তাঁর প্রিয়, সুতরাং এই দিনগুলোতে তাহলিল (অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ, তাকবীর (অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ) এবং হামদ (অর্থাৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) অধিকহারে পাঠ করো।

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, ২/৩৬৫, হাদীস ৫৪৪৭)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: আল্লাহ পাকের নিকট যিলহজ্জের প্রথম দশদিনের চেয়ে উত্তম কোন দিন নেই। (ইবনে হায্বান, কিতাবুল হজ্জ, ৬/৬২, হাদীস ৩৮৪২)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: আল্লাহ পাকের নিকট যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা বেশী অন্য কোন দিন আপন ইবাদত করা পছন্দনীয় নয়, এর প্রতিদিনের (দশ যিলহজ্জ ব্যতীত) রোযা এক বছরের রোযা এবং প্রতি রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা শবে কদরের সমান। (তিরমিযী, কিতাবুস সওম, ২/১৯২, হাদীস ৭৫৮)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: আল্লাহ পাকের নিকট হজ্জের এই দশদিনের চেয়ে উত্তম এবং পছন্দনীয় আর কোন দিন নেই, সুতরাং এই দিনগুলোতে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং আল্লাহর যিকির অধিকহারে করো আর এর মধ্যে একদিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান এবং এই দিনগুলোতে আমলকে ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। (শুয়াবুল ইমান, বাবু ফিস সিয়াম, ৩/৩৫৬, নম্বর ৩৭৫৮)

(৫) ইরশাদ হচ্ছে: হজ্জের দশদিনে করা আমল আল্লাহ পাকের নিকট অন্যান্য দিনের আমল করার চেয়ে বেশি প্রিয়। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আল্লাহ পাকের পথে জিহাদও? ইরশাদ

করলেন: আল্লাহ পাকের পথে জিহাদও নয়, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে আপন প্রাণ ও মাল নিয়ে বের হলো, অতঃপর তা থেকে কিছু ফেরত আনলো না।

(বুখারী, কিতাবুল ঈদাদ্বীন, ১/৩৩৩, হাদীস ৯৬৯)

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যিলহজ্জের এই ১০দিনে যতটুকু সম্ভব নিজের নেকী বৃদ্ধি করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা উচিত এবং নিজের মুখকে অহেতুক কথা থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহর যিকির দ্বারা সতেজ রাখুন, কেননা আল্লাহর যিকিরে অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। কয়েকটি ফযীলত শ্রবণ করুন।

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ!

★ এই বাক্যসমূহ আল্লাহ পাকের নিকট প্রিয়: صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (তিরমিযী, কিতাবুল দাওয়াত, ৬০তম অধ্যায়, ৫/২৮৬, নম্বর ৩৪৭৩) ★ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ এর মধ্য থেকে যেকোন বাক্য বলাতে জান্নাতে একটি বৃক্ষ লাগানো হয়। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, ৪/২৫২, নম্বর ৩৮০৭) ★ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ বলাতে ২০টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ২০টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। (মুত্তাদরিক, কিতাবুল দোয়া, ২/১৯২, নম্বর ১৯২৯) ★ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ বলাতে ২০টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ২০টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। (প্রাণ্ডক্ত) ★ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ বলাতে ২০টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ২০টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। (প্রাণ্ডক্ত) ★ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ বলাতে ২০টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ২০টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। (প্রাণ্ডক্ত) ★ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ জান্নাতের চাবি। (মুসনাদে আহমদ, ৮/২৫৭, নম্বর ২২১৬৩) ★ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ বলাতে অর্ধেক মিয়ান (আমলের দাঁড়িপাল্লা) পূর্ণ করে দেয়। ★ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ বলাতে অর্ধেক মিয়ান পূর্ণ করে দেয়। ★ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ সবচেয়ে উত্তম যিকির। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুল আদব, ৪/২৪৮, নম্বর ৩৮০০) এবং ★ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ সবচেয়ে উত্তম দোয়া। (প্রাণ্ডক্ত)

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতক্ষণ আমরা আল্লাহর যিকিরের ফযীলত শুনলাম, এই ফযীলতের পূর্বে যে হাদীসে পাক বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে এটা জানা যায়! যিলহজ্জের প্রথম ১০দিনগুলো অনেক মর্যাদাপূর্ণ। এই দিনগুলোর আমল আল্লাহ

পাকের খুবই পছন্দনীয়, তা অনেক বেশি ফযীলত সম্পন্ন দিন, যাতে নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযা এবং প্রত্যেক রাতের কিয়াম (নামায) শবে কদরের নামাযের সমান। এতে কৃত আমল অনেক বেশি পবিত্র এবং সাওয়াব সমৃদ্ধ। এই দিনগুলোতে আমলের সাওয়াব ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, মোটকথা যিলহজ্জে প্রথম ১০দিন অসংখ্য ফযীলত ও বরকত এবং বিশেষত্ব দ্বারা সমৃদ্ধ।

প্রতি বছর এগারো (১১) মাস পর যিলহজ্জের পবিত্র মাসে এই বরকতময় দিনগুলো তাশরীফ নিয়ে আসে এবং নিজের ফয়েয বন্টন করে ফিরে যায়, কিন্তু আফসোস! এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা এই দিনগুলোও অন্যান্য দিনের ন্যায় উদাসিনতায় অতিবাহিত করে দেয় বরং **مَعَادُ اللَّهِ** ফরয নামায ও আরো অনেক নেক আমল করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আল্লাহ পাক মুসলমানের এই অবস্থার প্রতি দয়া করুক, তাদেরকে উদাসিনতার স্বপ্ন থেকে জাগ্রত করে যিলহজ্জের এই দশদিনের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং তাদেরকে অধিকহারে নেক আমল করে অতিবাহিত হওয়ার তৌফিক দান করুক।

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যিলহজ্জ মাস আগমন হতেই সুন্নাতে ইব্রাহিমীর স্মরণ এসে যায়, প্রতি বছর লাখো মুসলমান এই পবিত্র মাসে আল্লাহ পাকের আদেশ পালন, সুন্নাতে ইব্রাহিমী ও সুন্নাতে মুস্তফা আদায়ের জন্য প্রস্তুত হতে দেখা যায়। সুতরাং যেসকল মুসলমান কুরবানী করার সক্ষমতা রাখে, তাদের উচিত, তারা যেনো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং সুন্নাতে ইব্রাহিমী আদায়ের নিয়্যতে এই মাসে হালাল সম্পদ দ্বারা কুরবানীর ফরয আদায় করে, কেননা এটি অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

৩০তম পারা সূরা কাউসারের ২নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

(পারা ৩০, সূরা কাউসার, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং আপনি আপনার রবের জন্য নামায পড়ুন এবং ক্বোরবানী করুন।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীয়ে কোরআন হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারকার আলোকে বলেন: হানাফী ওলামায়ে কিরামরা এই আয়াত দ্বারা এই দলীল গ্রহন করেন যে, কুরবানী করা ওয়াজিব। (ভাফসীয়ে কবীর, ১১/৩১৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হাদীসে মুবারাকা কুরবানীর ফযীলত দ্বারা পরিপূর্ণ। আসুন! কুরবানীর ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর চারটি বাণী শ্রবণ করি:

(১) ইরশাদ হচ্ছে: কুরবানী দাতার কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী অর্জিত হয়। (তিরমিযি, কিতাবুল আদাহী, ৩/১৬২, হাদীস ১৪৯৮)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে খুশি মনে সাওয়াব লাভের নিয়তে কুরবানী করল, তবে তা (সে কুরবানী) জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।

(আল মুজামুল কবীর, ৩/৮৪, হাদীস ২৭৩২)

(৩) আপন প্রিয় শাহজাদী, খাতুনে জান্নাতকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: হে ফাতিমা! নিজের কুরবানীর পশুর নিকট উপস্থিত থাকো, কেননা যখন তার রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়বে, তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী, কিতাবুদ দাহায়া, ৯/৪৭৬, হাদীস ১৯১৬১)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: মানুষ কুরবানীর দিন এমন কোন নেক আমল করে না, যা আল্লাহ পাকের নিকট রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে অধিক প্রিয়, এই কুরবানী কিয়ামতের দিন আপন শিং, লোম এবং খুর (পা) সহকারে উপস্থিত হবে এবং কুরবানীর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়। অতএব তোমরা খুশি মনে কুরবানী করো।”

(তিরমিযী, কিতাবুল আদাহী, ৩/ ১৬২, হাদীস ১৪৯৮)

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কুরবানী, কুরবানী দাতার নেক আমলের পাল্লায় রাখা হবে, যার মাধ্যমে নেকীর পাল্লা ভারী হবে। (আশআতুল লুমআত, ১/৬৫৪)

হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অতঃপর তা তার জন্য বাহন হবে, যার মাধ্যমে সেই ব্যক্তি খুব সহজেই পুলসিরাত পার হয়ে যাবে এবং তার (পশুর) প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মালিকের (অর্থাৎ কুরবানী দাতার) প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (জাহান্নাম থেকে মুক্তির) ফিদিয়া হবে।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/৫৭৪, ১৪৭০ নং হাদীসের পাদটিকা। মিরআত, ২/৩৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা থেকে জানা গেলো! কুরবানীর ঙ্গে আল্লাহ পাক কুরবানীর ফরয আদায়কারী সৌভাগ্যবানদের তাদের পশুর প্রতিটি লোমের পরিবর্তে একটি নেকী দান করেন। কুরবানী দাতার দোষখের আগুন থেকে মুক্তি অর্জিত হয়। পশুর রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার পূর্বেই গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিয়ামতের দিন কুরবানী নেকীর পাণ্ডায় রাখা হবে তখন তা ভারী হয়ে যাবে এবং কুরবানী দাতা তার পশুর উপর আরোহন করে পুলসিরাত সহজেই পার হয়ে যাবে। সুতরাং যেসকল মুসলমান (নারী পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকিম) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে (অর্থাৎ তার নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমপরিমাণ টাকা বা সমপরিমাণ ব্যবসার পন্য অথবা সমপরিমাণ চাহিদার অতিরিক্ত মালামাল রয়েছে এবং তার নিকট আল্লাহ পাক বা বান্দার এতটুকু ঋণ না থাকে যা আদায় করার পর উল্লেখিত নিসাব অবশিষ্ট থাকবে না।) তবে তার উপর শরয়ীভাবে কুরবানী করা ওয়াজিব। (মোড়ার আরোহী, ১০ পৃষ্ঠা) সুতরাং তার উচিৎ, খুশি মনে কুরবানীর ফরয আদায় করা এবং পাশাপাশি কুরবানীর মাসআলাও শিখার চেষ্টা করা, কেননা যার উপর শরয়ী মূলনীতির কারণে কুরবানী ওয়াজিব, তার উপর কুরবানী সম্পর্কিত মাসআলাও শিখা আবশ্যিক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা ইসলামী মাস যিলহজ্জের ফযীলত এবং কুরবানী সম্পর্কে শুনছিলাম। সাধারণত কুরবানীর সময় মাংসের আধিক্যের কারণে সবজি রান্না করা ও খাওয়ার প্রচলন একেবারেই হয় না আর মাংস দ্বারা খাবার রান্না করাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়, যার কারণে মাংস থেকে যে উপকারীতা আমাদের

পাওয়ার ছিলো, অনেক বেশি ব্যবহারের কারণে আমরা সেই উপকারীতা থেকে বঞ্চিত এবং মাংস খাওয়ার আপদে লিপ্ত হওয়ার কারণে ডাক্তারের নিকট ধাক্কা খেতে বাধ্য হয়ে যায়, সুতরাং মাংসের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করণ আর মাংসের ক্ষতিকারক প্রভাব কমানের জন্য মাংসের সাথে সবজিও অবশ্যই ব্যবহার করণ। আসুন! মাংসের কয়েকটি ডাক্তারী উপকারীতা এবং অধিক মাংস খাওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

মাংসের ডাক্তারী উপকারীতা

চিকিৎসকদের অভিমত হলো: মাংস খাওয়াতে (শরীরের) ৭০টি শক্তি বৃদ্ধি পায়, এতে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়, মাংস শরীরের উজ্জলতা বৃদ্ধি করে, পেট বৃদ্ধি হতে দেয় না, চরিত্র ও স্বভাবকে উন্নত করে, গর্দানের মাংস উন্নত, সুস্বাদু, দ্রুত হজমকারী এবং রোগ বালাই শূন্য হয়ে থাকে। সাধারণত ব্যবহারের জন্য ঝোল বিশিষ্ট মাংস উত্তম। সবচেয়ে উত্তম হলো ছাগলের মাংস। ছাগলের মাংসে বাছ এবং কাঁধ এমন এক স্থান যেখানে আঁশ মোটা হয় না, এরূপ মাংস দ্রুত গলে যায় এবং নরম হয়ে থাকে, পেছনের মাংসের আঁশ রান থেকে কম মোটা হয়ে থাকে, এতে রক্ত সৃষ্টিকারী উপকরণ পাওয়া যায়। মাংস শরীরকে বৃদ্ধি করে শক্তি প্রদান করে। মাংসের উপকারীতা পশু ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। ছাগলের মাংস পরিষ্কার রক্ত সৃষ্টি করে এবং গরম মেজাজের লোকদের জন্য উপকারী।

মাংস বেশি খাওয়ার ক্ষতি

আসুন! এবার মাংস বেশি খাওয়ার “ক্ষতিসমূহ”ও শুনি:

মনে রাখবেন! মানুষের শরীরের জন্য সপ্তাহে দুই তিনবারের (২/৩) চেয়ে বেশি মাংস খাওয়া ক্ষতিকর। বড় প্রাণীর (গরুর, মহিষ, উট) মাংস বেশি খাওয়া “মৃত্যুকে ডেকে আনা” এর মতোই, কেননা এতে ম্যাঁড়ি এবং দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। মাংস বেশি খাওয়াতে মূত্রাশয়ে (Kidneys) ইউরিক এসিডের (Uric Acid) পরিমাণ বেড়ে যায় এবং মূত্রাশয় তা সহজে বের করতে পারে না। মাংসের অধিক ব্যবহার যকৃৎকেও (Liver) ক্ষতি করে। অধিকহারে মাংস খাওয়াতে ক্যান্সারেরও (Cancer) সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নিরাপত্তা এতেই যে, মানুষ যেনো নিজের শরীরকে

গণিমত মনে করে, নিজেকে সুস্বাদু, মাজাদার খাবার, তেল ও ঘিয়ে ভাজা এবং চর্বিযুক্ত খাবারে অভ্যস্ত করবেন না, অত্যধিক মাংস খাওয়ার কারণে হওয়া ধ্বংসযজ্ঞতাকে মনের মাঝে রাখুন, নিজের নফসকে কন্ট্রোল করুন, মাংস খাওয়াতে সতর্কতা অবলম্বন করুন, বিশেষকরে দাওয়াত এবং বন্ধুদের সাথে খাওয়ার সময় তো অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে বেশি মাংস খাওয়ার ফলে হওয়া ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে খাওয়াসহ সকল জায়িয় কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার তৌফিক দান করুক।

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

নখ কাটার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আন্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ الْعَالِيَةِ এর “১০১ মাদানী ফুল” পুস্তিকা থেকে নখ কাটার কিছু মাদানী ফুল শুনি: ☆ জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায়, তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, আল্লাহ পাক তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে। (দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠা) ☆ হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে: সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন, তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা। ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা) ☆ পায়ের নখ কাটার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই তবে উত্তম হচ্ছে; ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কেটে নিন অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটুন। (প্রাগুক্ত)

★ অপবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায়) নখ কাটা মাকরুহ। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) ★ দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরুহ এবং এর দ্বারা শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। (প্রোগুল) ★ কর্তিত নখ মাটিতে পুতে দিন। (প্রোগুল)